



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 176 - 180

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারীস্বর : একটি বীক্ষা

মঞ্জুশ্রী মূর্মু

বাংলা বিভাগ, গবেষক

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Email ID: 96manjushree@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Female,
Time,
Protest,
Literature,
Fiction.

Abstract

Anita Agnihotri was a feminist writer of the 21 st century. She was an exceptional writer in Bengali literature. Her writings reflect a fundamental perspective on woman, which has given her literature a unique quality. Each characture has become a voice of its time. She has portrayed reality with an unwavering honesty. In this paper I have explored those charactures, shaped by their times, which serve as a reflection of that era. Her female charactures are living documents of their time.

Discussion

শূন্য দশকের জনপ্রিয় বিশিষ্ট নারীবাদী কথাসাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর সাহিত্যের জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। কথাসাহিত্যের উভয় ধারায় সেই নারীবাদী ভাবনার স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রতিটি বর্গের নারীর নানান পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাবহুল কাহিনী নির্মিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন সেইসব নারীদের যারা মাথা উঁচু করে সমাজে নিজেদের স্থান করে নিতে চেয়েছে অবলীলায়। নারীর ঐশ্বরিক রূপের পাশাপাশি আখ্যানকার নারীর প্রতিবাদী সত্ত্বাকে জাগরিত করেছেন উভয় বর্গের নারীর যাপনের মধ্য দিয়ে। ২০০৭ সালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নারীর সামনে এসে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিচ্ছবি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যে তাদের সমদর্শী হয়ে উঠেছে সেই দিকটাও ফুটিয়ে তুলেছেন আখ্যানকার। তাঁর আখ্যানে জনমানবের অধিকার রক্ষার দাবীদার হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যোগদান করেছেন। কখনো বা সংসার পরিচালনার তাগিদে পুরুষের সমকক্ষ স্বনির্ভর হয়ে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করছেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল 'বহিরাগত'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে দৈনিক বর্তমান পত্রিকার রবিবার ক্রোড়পত্র। আলোচ্য গল্পের প্রথমই আমরা দেখতে পাই পৃষণ নামক একজন বুদ্ধিজীবী

ব্যক্তির দ্বন্দ্বিক সত্ত্বা। এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শিল্পায়নের পথে আরও এক কদম এগিয়ে যাওয়ার চিত্র লেখিকা সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন -

“খাস জমিতে নিখুঁত শৃঙ্খলার সঙ্গে বড় বড় খুঁটি পুঁতছে গাদা গাদা লোক। এরা পুলিশও নয়, জমির মালিক নয়, আবার শিল্পপতিদের ভৃত্য স্থানীয় না... শিল্পায়নের পথে আরও এক কদম।”^১

কোম্পানীর কাজের বিরোধিতা করে জমিহারা সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করলে সরকারের সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পটিতে -

“ঘরে ঢুকে মেয়েদের বেয়াত করছে না, জাষ্ট মারছে।”^২

লেখিকার প্রতিবাদী কলম ইম্পাতের ফলার মতো অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। নারী আমাদের কাছে মাতৃতুল্য সেই নারীর উপরেই সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ছবি “হেলমেট পরা রায়ফ দিনমজুরের রোগা বউকে পেটাচ্ছে”। পুষণের শনিবারে কলেজস্ট্রীট গিয়ে বসার অভ্যেস। সেখানেই পুষণ ও তাঁর বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের সঙ্গে নানান সমস্যা নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার আলাপচারিতা করে থাকেন। বর্তমান সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ আন্দোলনে পুষণ কোন দিকে থাকবেন বা কি মন্তব্য পেশ করবেন সে নিয়ে বিশেষ দোলাচলতায় ভুগছেন। একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে কি করা উচিত বা করা দরকার, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। লেখিকা বুদ্ধিজীবী অরুপা চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী নারী সত্তার দিকটিকেই উজ্জীবিত করেছেন। লেখিকা আসলে দেখাতে চেয়েছেন নারী কেবল সুন্দরের পূজারী নন, প্রতিবাদের অগ্নিশিখা তাঁদের মধ্যেও বর্তমান। সিঙ্গুরের অগ্নিশিখা তাপসি মালির মতোই সাধারণ বুদ্ধিজীবী গৃহবধু অরুপা সরকারের চোখরাঙানি, পুলিশি টহল, কাঁদানো গ্যাসকে উপেক্ষা করে বহিরাগত তকমা লেপে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন।

সরকারের বাহিনী ‘নকশাল’ বলে চিহ্নিত করে তাকে বন্দি করলেও তাঁর বিদ্রোহের আগুন দ্বিগুণ উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। নারীর এই রূপ প্রতিরোধী সত্ত্বা সত্যিই আন্দোলনকারীদের দিশা দেখায়। গল্পের অন্য দুটি প্রধান চরিত্র পুষণ ও অনিমেঘের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বীরাস্তনা অরুপা চরিত্রের পরিচয় আমরা পাই—

“কাল এলি না! তীর্থরা এসেছিল। তোর জন্য অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম আমরা... ‘অরুপা?’ মেয়েটা গেছে ওখানে। এতো ইমোশনাল আর জেদি।”^৩

অনিমেঘ এই নিঃশব্দ অভিমানের সমর্থক না বিরোধী পুষণ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাঁর দীর্ঘদিনের বেকারত্ব, হাত খরচের জন্য বউয়ের উপর নির্ভরশীলতা কোথায় যেন তাকে বাধা দেয়। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ঠিক কোন পথটা বেছে নেবে অনিমেঘ বুঝে উঠতে পারেন না। অন্যদিকে বহিরাগত প্রতিবাদী নারী অরুপা অমানুষিক অত্যাচার সহ্যের পাশাপাশি ‘নকশাল’ রূপে ভূষিত হয়ে বন্দি হয়েছেন। তবুও এই নারী রণক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করেননি। মাতৃস্নেহকে উপেক্ষা করে অরুপা যোগ দিয়েছেন ভূমিহীন কৃষকদের সাথে। অরুপার নামের সঙ্গে নকশালের তকমা জুড়ে গেলে ভবিষ্যতে তিনি কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, সেই বিষয়ে ঞ্ক্ষিপ না করেই, তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পুষণের মতো বুদ্ধিজীবীরা অরুপার জায়গায় নিজেদের অবস্থানকে কল্পনা করার মতো শক্তি পাচ্ছেন না, সেখানে অরুপা প্রতিটি পদক্ষেপে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সিঙ্গুরে যাঁরা বিক্ষোভ করছিল তাঁরা বহিরাগত একরূপ দোষারোপের মধ্য দিয়ে একটা পর্দা টানার প্রয়াসটুকু মাত্র করা হয়েছিল। কিন্তু বহিরাগত শব্দটি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থেকে, হয়ে উঠেছে আন্দোলনের প্রতিবাদী চেতনা। অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর অন্তঃস্থিত প্রতিবাদী মন আলোচ্য গল্পের অরুপা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন।

‘সতেরো বছর বয়স’ গল্পটির মূল বিষয় সতেরো বছর বয়সী হৃদির জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা। হৃদির মা নয়ন ও বাবা তমাল উভয়েই কর্মরত। ফলে অধিকতম সময়ে হৃদি অতিবাহিত করে তাদের বাড়ির পোষা কুকুরটার সঙ্গে।

নয়ন সর্বদাই হৃদির উপর ক্ষিপ্ত, সামনে উচ্চমাধ্যমিক এদিকে হৃদির সে বিষয়ে কোনো ঞ্ক্ষিপ নেই। হৃদি আপন ভোলা প্রকৃতির মেয়ে। বেডরুমে শব্দহীন এসি, ঝকমক কাঠের তাকে সাজানো বই পড়াশোনার জন্যেই বিলাস বহুল আয়োজন তাঁর একেবারেই ভালোলাগে না। তাঁর কাছে পরিচারিকা শেফালীর ঘরের রং চটা দেওয়ালই অনেক বেশি আরামের।

বিছানায় যখন ইচ্ছে গড়ালেও কারো কোন চোখ রাঙানি নেই। ইলেভেনে উঠে হৃদি বুঝতে পারে পড়াশোনায় ভালো না থাকলে কারো কাছে কোন গুরুত্ব থাকে না। তাঁর ইচ্ছে ছিল হিউম্যানিটিজ নিয়ে এগোনোর কিন্তু বাবা মায়ের চাপে তাকে সায়েন্স নিতে হয়েছে। এদিকে মনোবল কমে এক রকমের হীনমন্যতা জন্ম নেয় হৃদির মনে। যা থেকে জন্ম দেয় অ্যাংজাইটি সাইকোসোম্যাটিক। পরবর্তীতে জনকপুরের মতো ছোট শহরের জীবনে এসে হৃদি টেনশন মুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে নিজের কাছে ফিরেছে। নতুন স্কুলটা ছিল অনেকটাই সাদামাটা। কলকাতার ফ্ল্যাটে মাকে না জানিয়ে কোন কাজই করতে পারত না। কলকাতার মতো যান্ত্রিক জীবন যাপন জনকপুরে ছিল না। হৃদিদের পরিচারিকা প্রমদার বর ওকে মেরে পিঠে কালো দাগ করে দিয়েছে, এদিকে প্রমদার উক্তি—

“মাকে বোলো না খুকি, পুরুষ মানুষ বউয়ের গায়ে হাত তুলবে না, সেকি হয়। নইলে ও যে বর কি করে বুঝবে।”^৪

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের এত সহনশীলতা হৃদির অসহ্য ঠেকে। অন্যায়কে মুখবুজে সহ্য করা, পিতৃতন্ত্রের ভন্ডামির মুখোশ, অধিকার ফলানোর নানা ছল বিষয়গুলোকে সামনে আনতে হবে হৃদি মনে করছে। তবেই মেয়েরা যথোচিত, সম্মান, মর্যাদা লাভ করতে পারবে। পরবর্তীতে তাঁর পরিচয় ঘটেছে লখবীর সিং এর মতো অসহায় নিরীহ মানুষের সঙ্গে। লখবীর সিং বন্ধ কারখানার একজন বৃদ্ধ শ্রমিক। দশবছর ধরে কারখানা বন্ধ। রিটায়ার করছে অথচ না পেয়েছে পেনশন, না কোন টাকা। পুলিশের তাড়া খেয়ে লখবীর হৃদির বাড়িতে ঢুকে জল খেতে চাইলে হৃদি তাকে জল ও বিস্কুট দিয়েছিল। লখবীর সিং একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী। তাঁর ধারণা সমস্যার কথা বারবার জানালে নিশ্চয় একটি সমাধান ঘটবে। অন্যদিকে হৃদির ধারণা ওভাবে কিছুই হয়না সবাই মিলে ঘেরাও করে আন্দোলন করলে কাজ হলেও হতে পারে। হৃদির আশ্বাস ল-পাশ করে কেসটা কোর্টে তুলবে। কাজ করিয়ে মজুরি না পাওয়াটা রাষ্ট্রের মানবাধিকার ভঙ্গের আইনের মধ্যে এসে পড়ে যে সরকারী অফিসে লখবীরের ফাইল আটকে আছে সেখানকার কর্মচারীরা মিথ্যে বলে তাকে বসিয়ে রাখে। কিন্তু বাজেট গেলে দেখা যায় ফাইল যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। তিনশো সতেরোজন লোকের পাওনা ঊনষাট লাখ ছত্রিশ হাজার একশো বারো টাকা, সুদ তো দূরের কথা আসলের টাকাও তারা পায়নি। মানবাধিকার আইনে জ্ঞাত হৃদির বক্তব্য -

“তোমার গাড়ি ভাড়াগুলো ওই সঙ্গে জোড়ো, আর কাগজের খরচ-পুরোটাই উসুল করতে হবে।”^৫

সতেরো বছরের মেয়ের এরূপ চিন্তাভাবনা লখবীরকে চকিত করেছে।

জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষাদের কারণে ষোলো জন আদিবাসী মানুষ নিজেদের জমিতে দাঁড়িয়ে মারা যায়। ব্যাপারটা হৃদির বাড়ির মাত্র ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরে ঘটেছে। প্রথম দিকে সারি সারি মৃত মানুষের বীভৎস দেহ দেখে হৃদি একটু আতঙ্কিত হলেও, পরে দেখা যায় দেই সব শহীদ পরিবারের পাশে লাঠি, তির ধনুক, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়ানো মানুষ জনেদের সাথে মিশেছে। আদিবাসীদের হিংসাত্মক আক্রমণ লখবীরের পছন্দ না হলেও হৃদির প্রতিবাদী সত্ত্বা জাগরিত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সোশ্যালি পারফেক্ট মেয়ে হৃদিকে নিয়ে নয়নের নাজেহাল অবস্থা। বান্ধবী কাজলের মায়ের মৃত্যুতে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে হৃদি কাজলের পাশে এসে দাঁড়ায়। তার মায়ের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। সকলের অগোচরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রত্যক্ষ করেছে দুই কিশোরী কন্যা। এ যেন নিজে মারা দিয়ে মেয়েটাকে জখম করে যাওয়া। সকলের ধারণা কাজলের প্রেমে পড়া, পড়াশোনায় মন না দেওয়া এসবই ছিল তাঁর অন্যতম কারণ। শিক্ষক থেকে সহপাঠী সকলেই কাজলিকে পরোক্ষভাবে মায়ের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করলেও হৃদি তাঁর পাশে থেকেছে সবসময়। এরপর নানান উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে হৃদির নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। বাবার স্নেহ, ভালবাসা, মায়ের সান্নিধ্যে বড়ো হওয়া হৃদির হটাৎ করেই বিচ্ছেদ ঘটে পড়াশোনার তাগিদে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে। হৃদির মনে হয়েছে হিউম্যান রাইটস ল-কেউ বুঝতে চায় না। বহু মানুষের আন্দোলন মাথায় রেখে তাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে হৃদির মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবেই নিজেকে উৎসর্গ করেছে। মেয়ের এই দুঃসাহসিক অভিযানে নয়নের চিন্তা হলেও প্রচলিতভাবে হৃদির স্বপ্নকে সম্মান জানিয়েছেন - “যাদের হয়ে তুমি লড়বে ... সেইসব মানুষের মুখ চেয়ে আমি বিচ্ছেদ মেনে নিলাম।” সতেরো বছরের হৃদি কোথায় যেন বুঝতে পেয়েছে প্রতিবাদ না করলে এই সমাজ ব্যবস্থা সমাজের পরিকাঠামো সাধারণ অসহ্য মানুষদের গ্রাস করে ফেলবে।

‘ছায়ায়ুদ্ধ’ গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত লড়াই বিবাদ অবশেষে অসহায় মানুষদের মর্মান্তিক পরিণতি। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সিকিউরিটি গার্ড হুইসেল বাজাচ্ছে লোকজনকে সাবধান করতে আর কিছুটা নিজের ভয় কাটাতে। গল্পে দেখা যায় তিথিরা কর্মসূত্রে যে স্থানে অবস্থান করছে সেখানে ভয়াবহ দাঙ্গার পরিস্থিতি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নিউজ ফ্ল্যাশে খবরটা ফুটে ওঠে টেলিভিশনের পর্দায়। তিথি দেখেছিল একের পর এক মৃতদেহ যাচ্ছে স্ট্রিচারে। প্রথমটা সে বম্ব, দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীরের কোথাও ব্লাস্ট হল কিনা, ভাবতে ভাবতেই ‘আদিবাসী’ কথাটা গেঁথে গিয়েছিল ওর কানে। গভীর অনিশ্চয়তা আতঙ্কে তিথি দ্রুত ফোন করে ঋত্বিকের মোবাইলে। দ্রুততার সঙ্গে খবর পৌঁছে গেছে তিথিদের কলোনিতে বাড়িতে। কারোও মুখে কোন কথা ছিল না। মালি, রান্নার লোক, ড্রাইভারের চাপা রাগ ও ফ্লোভ ঠিকরে বেরোচ্ছে তাঁদের নিঃশুপতার মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশের গুলিতে এতজন মানুষ এক সঙ্গে মারা যায়নি। গর্জে উঠেছিল পরের দিনের কাগজ, সংবাদ মাধ্যম, নিউজ চ্যানেল গুলি। নতুন বছরের শুরুতেই ভূমি পূজো করে সাইটে পাঁচিল তুলেছিল কোম্পানী। এ জমি অধিগ্রহণ নাকি অনেক আগেই হয়ে গেছে কিন্তু অসহায় সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষতিপূরণের কোনো টাকা পৌঁছায়নি। এ জমির অধিকাংশ ছিল স্থানীয় আদিবাসী, সামান্য চাষি বা দিনমজুর মানুষদের। এককালে এই সব অঞ্চলে ঘন অরণ্য ছিল বনের ফলমূল, শিকড়, মধু, কাঠকুটো এই সব দিয়েই তারা দিন অতিবাহিত করত। পরবর্তী সময়ে চোরাচালানকারীদের হাতে কাঠের চোরাচালানের ফলে জঙ্গল তার পুরোনো গরিমা হারিয়ে ফেলেছে।

জীবিকার তাগিদে সেই মানুষগুলি কখনো বা দিন মজুরি করে কখনো বা ইটভাটায় কাজ করেছে। এই জঙ্গলের মানুষদের জমির পরিমাণ এতটাই কম যে তাতে তাঁদের সারা বছর চলে না। তবুও জমি তো জমিই। এক একটা জমি এক একটা পরিবারের সহায় সম্বল তাদের ভরসার জায়গা। এদিকে কোম্পানির বক্তব্য জমি সরকারের কাছ থেকে জমি কিনেছে। সাধারণ অসহায় মানুষ দেখেছে কোম্পানীর পাঁচিল তোলায় তাদের সামনে সরকার নেই কে শুনবে তাদের কথা? ভবিষ্যতের চিন্তার রাগে ফ্লোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ। জীবনকে বাজি রেখে সরকারের প্রতিনিধি পাহারারত পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বারো জন বাকি তিরিশ জন আহত হয়ে হাসপাতালে। এমনকি এই সব মৃত মানুষ পরিচয় লোপাটের উদ্দেশ্যে কনুই থেকে হাতের পাতা পর্যন্ত কাটা হয়েছে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে। মৃত্যুর পর এই উদাসীন অত্যাচারের খবরে এক হয়ে যায় অসহায় মানুষের রাগ, ফ্লোভ, শোক। মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এই মৃত মানুষদের প্রতি অসম্মানে। এইসব পরিস্থিতির সম্মুখে এসে দোলাচলতায় পড়ে তিথি ও ঋত্বিকের জীবন। এক দিকে সারি সারি লাশ অন্য দিকে স্বামীর প্রতি চিন্তা, কর্তব্যবোধ এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তিথির মন ধাক্কা খেতে থাকে বারংবার। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে এসে জড়ায় জড়তা মলিনতা। তিথির এই বিবেক মানবিকতা ছিল নেহাতি সাময়িক ধীরে ধীরে খবরের কাগজের রিপোর্টিং লম্বা চওড়া থেকে ক্রমশ সরু হতে থাকে। প্রথম পাতার খবর ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ছয়, সাত, এগারো পাতায় স্থান পায়, তারপর চার পাঁচ মাসের মাথায় নিখোঁজ। এক সময়ে রক্তের দাগ মুছে যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের ফাটল গুলি জুড়ে যায়। তিথি ও ঋত্বিকের জীবনে আবার আরম্ভ হয় পার্টি, আউটিং, হাসিঠাট্টা। ছয় মাস পর বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি সেরে, ছেলের সর্দি কাশি, কলকাতার পলিউশনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তিথির জীবন। ফেরার অস্থিরতায় রাতের ট্রেনের টিকিট কাটে তিথি। বৃষ্টি ভেজা গভীর রাতে তিথির মনে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত ভয়। একদিকে বৃষ্টি ভেজা শীতের রাত একলা তিথি ও তার কোলের ছেলে অন্য দিকে প্রতিহিংসায় জর্জরিত জুলিয়াস তিরকি অন্যায্য যুদ্ধে যে তাঁর আঠারো বছরের ছোট ভাইকে হারিয়েছে। তবুও কি জুলিয়াস তাঁর প্রতিহিংসার আশ্রয় নেভাতে পেরেছে? শীতের রাতে বৃষ্টিতে তিথিকে আধ মাইল হাটানো, মিনিট পনেরোর আতঙ্ক ব্যস এই টুকুই প্রতিশোধ ক্ষমতা জুলিয়াসের মতো নিচুতলার মানুষদের। এই ঝড় বৃষ্টির রাতে তিথির কোলের ছেলেটা অসুস্থ হলেও অ্যান্টিবায়োটিকে সেরে যাবে। হাইওয়ের ধারে বসে থাকা যে পাগলারা তারাও জানে জুলিয়াসরা কিছু হারালে আর ফিরে পায় না। ভয় ও ভাবনার অতীত এক ছায়ামূর্তির মতো মাঝে মধ্যে জ্বলে উঠে জুলিয়াসের মতো নিরুপায় দরিদ্র মানুষজন। দ্বিধা দ্বন্দ্ব জর্জরিত তিথি ইচ্ছে করে তার মায়াময় করুণ হাতটি দিয়ে জুলিয়াসের পিঠটা ছোয়ার চেষ্টা করে

কিন্তু পারে না। কারণ সেই হাতের আঙুলে তাঁর স্বামী ঋত্বিকের খুনের দাগ লেগে রয়েছে। আলোচ্য গল্পটিতে জুলিয়াসের মতো মানুষদের অসহায়তার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর প্রতিটি গল্প কোন না কোন ভাবে নারীর সুলকসন্ধানের দিকটা উন্মোচিত হয়েছে। লেখিকা কখনো মেপে মেপে চরিত্র সৃষ্টি করেননি, বাস্তবতার মোড়কে তাদের রাঙিয়ে দিয়েছেন। পথপ্রান্তে যেখানেই যাকে পেয়েছেন কুড়িয়ে নিয়েছেন নিজের মতন করে। প্রতিটি গল্প হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন ভাবনার দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রতিরূপ।

Reference:

১. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১৮
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

Bibliography:

- অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'অনিতা বিচিত্রতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪১৬
বন্দোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১০